রাজ্যে পঞ্চায়েতের তিনস্তরে কর্মী নিয়োগে পূর্ণ স্বচ্ছতার লক্ষ্যে সব জয়েন্ট বিডিওকে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে মরিয়া রাজ্য প্রশাসন। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে সরকারকে। সেটা এই ক্ষেত্রে একেবারেই চাইছে না নবান্ন। জেলা স্তরের নির্বাচন কমিটি (ডিএলএসসি) পুনর্গঠন করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। তাতে জনপ্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপর ভরসা রাখা হয়েছে। এই বৈতরণী এভাবেই পেরতে চাইছে রাজ্য সরকার। তাই, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একেবারে তৃণমূল স্তরে কর্মরত ৩৫৪ জন জয়েন্ট বিডিও'কে বিশেষ পাঠ দিতে চলেছে রাজ্য। কারণ এবার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জেলার ডিপিআরডিওদের সহযোগিতা করবেন জয়েন্ট বিডিওরাও। এই অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, সচিব পি উল্লানাথান এবং দপ্তরের অন্য কর্তারা।

পঞ্চায়েতের তিন স্তর মিলিয়ে রাজ্যজুড়ে মোট সাড়ে সাত হাজার শূন্যপদ পুরণ করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে শুরু হবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে একই নিয়মে এবং পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজটি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ববাংলা কনভেশন সেন্টারে এই উদ্দেশ্যে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে জয়েন্ট বিডিও এবং ডিপিআরডিওদের ডাকা হয়েছে। কারণ এঁদের মাধ্যমেই গ্রামোন্নয়নের অধিকাংশ প্রকল্প এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি জেলা স্তরে প্রাথমিক রূপরেখা পায়।

এই প্রশিক্ষণে কী কী শেখানো হবে? পঞ্চায়েতের তিন স্তরের প্রতিটি শূন্যপদ ডিএলএসসির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হবে। সেগুলির জন্য এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উপায় এই অফিসারদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে চাকরি প্রাপকদের নামের তালিকা তৈরি ও স্ক্রুটিনি করা হবে পোর্টালের মাধ্যমেই। মঙ্গলবারের এই কর্মশালায়, দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীদের আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি, আরটিআই এবং রাজ্য পঞ্চায়েত পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হবে।